তাবলিগের ৯৬০ বিদেশি মুসল্লিকে কালো তালিকাভুক্ত করল ভারত

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের মধ্যেই দিল্লির তাবলিগ জামাত সম্মেলনে যোগ দেয়া ৯৬০ জন বিদেশি মুসল্লিকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে ভারত।

দেশটির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ৬৭ দেশের ওই ৯৬০ জনের ভারতীয় ভিসা বাতিল করা হয়েছে। তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর পাশাপাশি আইনিব্যবস্থা নেয়া হবে। ভবিষ্যতে তাবলিগ জামাতে অংশগ্রহণ করতে চেয়ে ভিসার আবেদন করলে তাদের আর ভিসা দেয়া হবে না বলেও জানানো হয়েছে।

মন্ত্রণালয় সূত্রের বরাতে আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৩০০ প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন তাবলিগ জামাতে। সেসব প্রতিনিধি এবং তাদের সংস্পর্শে আসা মিলিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট ৫৫০ জনের কোভিড-১৯ পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে।

আরও অনেকে ভর্তি দিল্লিসহ দেশের ২৩টি রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে। কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন আরও অনেকে। ফলে এই আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। সুস্থ হযে উঠলে তাদের কোয়ারেন্টিন সেন্টার থেকে ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হবে।

এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অফিসের পক্ষ থেকে টুইটারে বলা হয়েছে, ‘ট্যুরিস্ট ভিসায় এসে তাবলিগ জামাতের কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৯৬০ বিদেশি প্রতিনিধির ভিসা বাতিল করা হয়েছে।’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেছেন, ‘ভিসা বাতিলের পর তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনিব্যবস্থা নেয়া হবে। সবাইকে নিজের নিজের দেশে ফেরত পাঠানো হবে।’

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওই কর্মকর্তার মতে, ফরেনার্স অ্যাক্টের ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভিসার অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হবে। কারণ ট্যুরিস্ট ভিসায় এসে কোনো ধর্মীয় কার্যকলাপে যোগ দেয়া যায় না। তাদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য রাজ্যগুলোকে

নির্দেশ পাঠানো হবে। এ ছাড়া বিপর্যয় মোকাবেলা আইনেও অভিযোগ করা হবে কালো তালিকাভুক্তদের বিরুদ্ধে।

ওই কর্মকর্তা আরও জানিয়েছেন, ‘আপাতত সবাই কোয়ারেন্টিন সেন্টারে আছেন। সুস্থ হয়ে ওঠার পর রাজ্যগুলোর ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হবে। সেখানে রেখেই বাকি আইনি প্রক্রিয়া করা হবে।’

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রে খবর, কালো তালিকাভুক্তদের তালিকা সংশ্লিষ্ট দেশে পাঠানোর জন্য এবং ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত তাদের জানানোর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্র্যণালয়ে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে তাদের ফেরত নেবে সংশ্লিষ্ট দেশ, সে বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আলোচনা চালাচ্ছে।

সুত্র-যুগান্তর

করোনায় শেষ গোটা পরিবার

চীনের হুবেইপ্রদেশের উহান শহরে উৎপত্তি হওয়া করোনাভাইরাস সবচেয়ে বেশি তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে ইতালিতে।

করোনায় প্রাণহানি ও অসুস্থদের হিসাব রাখা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওর্য়াল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, এখন পর্যন্ত এ সংক্রমণে বিশ্বের সর্বমোট মৃত্যুর এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি ঘটেছে ইতালিতে।

এসব মৃত্যুর তালিকায় রয়েছে একই পরিবারের কয়েকজন সদস্যও। কেউ বাবা-বড় ভাইকে হারিয়েছেন, কেউ হারিয়েছেন মাকে।

তবে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে দেশটির উত্তরে অবস্থিত লোম্বার্দির ভোঘেরা শহরে।

জানা গেছে, ওই শহরের পুরো একটি পরিবারকে শেষ করে দিয়েছে মহামারী করোনা।

ইতালির স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডেইলি স্টার জানিয়েছে, ইতালিতে করোনা সংক্রমণের কেন্দ্রস্থল লোম্বার্দি। সেখানকার ভোঘেরা শহরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দুই সপ্তাহের মধ্যেই একে একে মারা গেছেন একই পরিবারের সব সদস্য।

সংবাদমাধ্যমটি আরও জানায়, মার্চের শেষ সপ্তাহে ভোঘেরা শহরের বাসিন্দা আলফ্রেদো বারতুচ্চির জ্বরের কবলে পড়েন। এর পর তার শুরু হয় কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। দু-একদিনের মধ্যেই পরিবারের সবাই একই রকম কাশি ও শ্বাসকষ্টে ভুগতে শুরু করেন।

পরিবারের সবার পরীক্ষার পর তাদের শরীরে কোভিড-১৯ শনাক্ত হয়। এর পর একই হাসপাতালে নিয়ে তাদের চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। করোনা আক্রান্ত হয়ে গত ২৭ মার্চ প্রথমে মারা যান ৮৬ বছর বয়সী আলফ্রেদো বারতুচ্চি।

এর এক সপ্তাহের মধ্যেই মারা যান তার দুই ছেলে দানিয়েল (৫৪) ও ক্লদিও (৪৬)। ১ এপ্রিল মারা যান আলফ্রেদোর স্ত্রী ৭৭ বছর বয়সী অ্যাঞ্জেলা।

স্থানীয় বাসিন্দা আন্তোনিও রিকার্দি বলেন, ‘মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই একটি পরিবার পুরো শেষ হয়ে গেল। চোখের সামনে এমন ঘটনা ঘটবে তা কল্পনাও করিনি। এই পরিবারের তিন পুরুষই স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী ছিলেন। আমরা এখন জীবিত থেকেই যেন মৃত্যুর স্বাদ নিচ্ছি।’

জানা গেছে, পেশায় কামার ছিলেন আলফ্রেদো বারতুচ্চি। নিজের দুই ছেলেকেও এ পেশায় নিযুক্ত করেছিলেন। ভোঘেরা শহরে তারা তিনজনই ছিলেন অভিজ্ঞ ও সুপরিচিত কামার।

চলতি বছরের শুরুতে ছোট ছেলে ক্লদিও পারিবারিক এই পেশার বিষয়ে স্থানীয় দৈনিকে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন– ‘বাবার হাত ধরে এ পেশায় আমার অন্তর্ভুক্তি। তাই আমি গর্বিত। গত ১০ বছর ধরে গর্বভরে আমি কাজ করে যাচ্ছি। কারণ বাবা আমার শিক্ষক এবং তিনি এ কাজে উত্তম। আমি তার মতো হতে চাই।’

মহামারী করোনা ক্লদিয়ার সেই ইচ্ছা পূরণ হতে দেয়নি। কামারশালাসহ পুরো পরিবারই এখন ইতিহাস।

প্রসঙ্গত করোনাভাইরাসে সারাবিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আক্রান্ত অঞ্চল ইতালির লোম্বার্দি। মৃত্যুর সংখ্যায় সবার ওপরে অবস্থান এলাকাটির।

জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির হিসাব অনুযায়ী, ইতালিতে এ পর্যন্ত অন্তত ১ লাখ ১০ হাজার ৫৭৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এতে মারা গেছেন ১৩ হাজার ১৫৫ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৬ হাজার ৮৪৭ জন।

সুত্র-যুগান্তর

ইতালিতে থেমে গেছে গান, জেগে উঠেছে ক্ষুধা

লকডাউনের মধ্যে মানসিকভাবে চাঙ্গা থাকতে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে গান গাচ্ছিল ইতালীয়রা। বাদ্যযন্ত্রে সংহতির সুরও তুলছিল কেউ কেউ। ‘সব ঠিক হয়ে যাবে’ বলে আশার বাণীও শোনাত তারা। তবে লকডাউনের তিন সপ্তাহ পার হতে না হতেই বদলে গেছে চিত্র।
ছবি: সংগৃহীত
লকডাউনের মধ্যে মানসিকভাবে চাঙ্গা থাকতে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে গান গাচ্ছিল ইতালীয়রা। বাদ্যযন্ত্রে সংহতির সুরও তুলছিল কেউ কেউ। ‘সব ঠিক হয়ে যাবে’ বলে আশার বাণীও শোনাত তারা। তবে লকডাউনের তিন সপ্তাহ পার হতে না হতেই বদলে গেছে চিত্র।

দারিদ্র্য জেঁকে বসতে শুরু করেছে। জেগে উঠছে বেসুরো ক্ষুধা। বাড়ছে অপরাধপ্রবণতা ও সামাজিক অস্থিরতা। দ্য গার্ডিয়ানের এক বিশেষ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ইতালির সর্বশেষ বাস্তবতা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখন সব গান থেমে গেছে। দেশটির কিছু অংশে, বিশেষত দক্ষিণের দরিদ্র এলাকাগুলোতে বেড়েছে সহিংসতা। মানুষ এখন উপলব্ধি করছে সবকিছু ঠিক নেই।

নাপোলিস শহরের কারিতাস দিওচেসানা দি নাপোলির ধর্মযাজক সালভাতোরে মেলুসো বলেন, ‘মানুষ এখন আর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গান গায় না, নাচে না। তারা এখন আগের চেয়ে ভীত হয়ে উঠছে। এ ভীতির কারণ ভাইরাস নয়, বরং দারিদ্র্যের ভয় তাদের মনে বাসা বেঁধেছে। অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তারা ক্ষুধার্ত। ফুড ব্যাংকগুলোর সামনে এখন দীর্ঘ সারি।’

উত্তরাঞ্চলের তুলনায় ইতালির দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে করোনাজনিত মৃত্যুর হার অনেকটাই কম। তারপরও সেখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ওপর মহামারীর গভীর প্রভাব পড়ছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকা কাম্পানিয়া, কালাব্রিয়া, সিসিলি ও পুগলিয়ার মানুষ খাদ্য ও অর্থ সংকটে পড়েছে।

এর মধ্য দিয়ে এসব এলাকায় তৈরি হচ্ছে অস্থিরতা। বিনামূল্যে খাবার দেয়ার জন্য ছোট দোকান মালিকদের বাধ্য করার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। কিছু এলাকায় সুপার মার্কেটে চুরি ঠেকাতে টহল দিচ্ছে পুলিশ।

স্বনির্ভর কিংবা চুক্তিভিত্তিক কাজ করা মানুষের উপার্জন বন্ধ রয়েছে, সাময়িক বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসা আর কখনও চালু হবে কিনা তা অনিশ্চিত।

আয় রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়া এমনই একজন পারিদে ইজিনে। সিসিলির পালেরমোর একটি রেস্তোরাঁর ওয়েটার তিনি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানকে দেয়া সাক্ষাৎকারে পারিদে বলেন, ‘অবশ্যই লকডাউনের কারণে রেস্টুরেন্ট বন্ধ রয়েছে। আমার স্ত্রী আছে, দুই সন্তান আছে।

সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে কোনোরকমে আপাতত আমাদের সংসার খরচ চলছে। তবে আমার জানা নেই কত দিন তা চলবে। আমি ব্যাংকে অনুরোধ করেছিলাম যেন তারা কিস্তির টাকা স্থগিত করে। তারা না বলে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতি আমাদের দিশেহারা করে দিচ্ছে।’

লুইস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাস্যিমিলিয়ানো পানারারি বলেন, ‘লকডাউনের শুরুর দিকে মানুষ তাদের স্পৃহা ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখন তারা প্রচণ্ড ভঙ্গুর দশায় থাকা দেশের তিক্ত বাস্তবতা নিয়ে ভাবছে।’

সামাজিক এ অস্থিরতার মধ্যে ইতালির প্রধানমন্ত্রী গুইসেপ কন্তে বলেছেন, সংহতি তহবিল থেকে সব পৌরসভাকে অবিলম্বে ৪৩০ কোটি ইউরো অগ্রিম দেয়া হবে। ফুড স্টাম্পে (পুষ্টিকর খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির ভাউচার) পরিণত করার জন্য মেয়রদের দেয়া হবে অতিরিক্ত ৪০ কোটি ইউরো।

তবে মেয়ররা বলছেন, যে তহবিল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বিশেষ করে ফুড ভাউচার হিসেবে যে ৪০ কোটি ইউরো দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা একেবারেই অপর্যাপ্ত।

সুত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাসে ‘খুবই বেদনাদায়ক’ সপ্তাহ আসছে: ট্রাম্প

দেশবাসীকে ‘খুবই বেদনাদায়ক’ সপ্তাহের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউজে দেয়া বক্তব্যে করোনাভাইরাস মহামারীকে তিনি ‘একটি প্লেগ’ বলে বর্ণনা করেন।

ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি ভয়াবহ খারাপের দিকে যাচ্ছে। আসন্ন কয়েক সপ্তাহে করোনাভাইরাসে দেশটিতে আড়াই লাখ মানুষের মৃত্যু হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। খবর বিবিসির।

এমন সময় ট্রাম্প এসব কথা বললেন, যখন যুক্তরাষ্ট্রে সব রেকর্ড ছাড়িয়ে চব্বিশ ঘন্টায় কোভিড-১৯ এ মারা গেলো ৮৬৫ জন।

দেশটিতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা এখন ৩,৮৭০ জন, যা ভাইরাসটির উৎস দেশ

হিসেবে পরিচিত চীনে মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যার চেয়েও বেশি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন, আসন্ন দুটি সপ্তাহ মার্কিনিদের জন্য হতে যাচ্ছে খুব, খুবই বেদনাদায়ক। যুক্তরাষ্ট্রে এক থেকে দুই লাখ মানুষ মারা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন খোদ প্রেসিডেন্ট।

এদিকে বর্তমান করোনা পরিস্থিতিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করছেন জাতিসংঘের মহাসচিব।

অ্যান্তনিও গুতেরেস বলছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সাম্প্রতিক করোনাভাইরাস।

তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এই ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে যে মন্দা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে যাচ্ছে সেরকমটা সম্ভবত নিকট অতীতে দেখা যায়নি।

সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাবের ফলে আর্থ সামাজিক অবস্থার ওপর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে জাতিসংঘের প্রতিবেদন প্রকাশের সময় এই মন্তব্য করেন মি. গুতেরেস।

সারাবিশ্বে এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৮ লাখ মানুষের মধ্যে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৪১ হাজারের বেশি মানুষের।

জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ১ লাখ ৮৮ হাজারেরও বেশি মানুষের মধ্যে করোনাভাইরাস সংক্রমণ হয়েছে।

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রে অবরোধ পরিস্থিতির ওপর আরো কড়াকড়ি আরোপ করা হচ্ছে, যার ফলে প্রতি চারজন নাগরিকের তিনজনই একরকম লকডাউন পরিস্থিতিতে থাকবেন।

সুত্র-যুগান্তর

দিল্লিতে করোনায় তাবলিগের ৭ জনের মৃত্যুর পর মসজিদে তালা

দিল্লির একটি মসজিদে অনুষ্ঠিত তাবলিগ জামাত থেকে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ।

ওই তাবলিগে যোগ দিয়ে বহু মানুষ প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে সাতজনের। খবর এনডিটিভির।

এ ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই নড়েচড়ে বসে আপ সরকার। ওই মসজিদটি সিল করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

এভাবে করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঘটনায় দিল্লির ওই মসজিদের ইমামের বিরুদ্ধে পুলিশকে মামলা (এফআইআর) করার নির্দেশ দিয়েছে কেজরিওয়াল সরকার।

পাশাপাশি দিল্লির পশ্চিম নিজামুদ্দিনে তাবলিগ জামাতের মসজিদ থেকে কমপক্ষে ৮৫০ জনকে অন্য একটি জায়গায় কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।

ইতিমধ্যে কম করে ২০০ জনের শরীরের নমুনা সংগ্রহ করে করোনা সংক্রমণ হয়েছে কিনা তার জন্য পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়েছে।

এদের মধ্যে ২৪ জনের শরীরে ওই সংক্রমণ হয়েছে বলেও প্রমাণ মিলেছে। সংক্রমিতদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা করছে দিল্লি সরকার।

জানা গেছে, গত ১ থেকে ১৫ মার্চের মধ্যে দিল্লির ওই মসজিদে অন্তত ২ হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল।

দিল্লিতে ওই মসজিদে শুধু ভারত নয়, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কিরগিজিস্তান থেকেও মানুষ এসে ওই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

সেখান থেকেই ব্যাপক হারে প্রাণঘাতী ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে

পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে ভারতে সব রকম সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বারবার অনুরোধ জানাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এরই মধ্যে ওই নিয়ম উপেক্ষা করে এই মাসের শুরুর দিকে ১০০ বছরেরও পুরনো ওই মসজিদে ওই ধর্মীয় সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

১৯২৬ সালে স্থাপিত ওই মসজিদে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা ওই তাবলিগ জামাতে যোগদান আসছেন।

ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার পর করোনা সংক্রমণের কারণে প্রাণ খোয়াতে হয় তেলেঙ্গানার ছয় বাসিন্দাকে, মারা গেছেন শ্রীনগরেরও এক ব্যক্তি।

এদিকে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে ওই জমায়েতে অংশ নেয়া ৯ ব্যক্তির মধ্যে করোনা সংক্রমণের প্রমাণ মিলেছে। পাশাপাশি তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির স্ত্রীর দেহেও মিলেছে ওই প্রাণঘাতী ভাইরাস সংক্রমণের প্রমাণ।

সুত্র-যুগান্তর

করোনা ঠেকাতে ৩০০০ বন্দি মুক্তি!

করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সঙ্গরোধ করতে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা, যা কারাগারে পালন

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

সুত্র-যুগান্তর

করোনা ভাইরাসে উদ্বিগ্ন হয়ে আত্মহত্যা জার্মানির এক অর্থমন্ত্রীর

জার্মানিতে হেসে প্রদেশের অর্থমন্ত্রী টমাস শাফেরের আত্মহত্যার পর এখন জানা গেছে করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক পরিণতি নিয়ে তিনি দিনকে দিন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলেন।

হেসে প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ভলকার বুফেরকে উদ্ধৃত করে জার্মান মিডিয়ায় খবর বেরিয়েছে যে করোনাভাইরাসের পরিণতিতে অর্থনৈতিক চাপ কীভাবে সামাল দেওয়া যাবে তা নিয়ে মন্ত্রী শেফার খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। সূত্র: বিবিস বাংলা

এক বিবৃতিতে মি বুফের বলেছেন, “অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে মানুষের মধ্যে যে প্রবল চাহিদা তৈরি হয়েছে, সেটা তিনি পূরণ করতে পারবেন কিনা তা নিয়ে তিনি (মন্ত্রী টমাস শাফের) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলেন।”

ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং মাইনয শহরের মাঝামাঝি হোকহাইম নামে একটি শহরে রেললাইনের ওপর থেকে পুলিশ গতকাল (শনিবার) তার মৃতদেহ খুঁজে পায়। পুলিশ মনে করছে মি. শাফের আত্মহত্যা করেছেন।

জার্মান দৈনিক ফ্রাঙ্কফুর্টার আলেমাইনে সাইটুং নির্ভরযোগ্য সূত্র উদ্ধৃত করে লিখেছে মৃত্যুর আগে তার আত্মহত্যার কারণ লিখে গিয়েছেন মি শাফের।

৫৪ বছরের টমাস শাফের ১০ বছর ধরে হেসের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তাকে এই প্রদেশের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখা হতো।

করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্যাকেজ নিয়ে গত বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি মাঝে মধ্যেই জনগণের উদ্দেশ্যে মিডিয়াতে কথা বলতেন।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে হেসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রদেশে। জার্মানির অর্থনৈতিক রাজধানী হিসাবে কথিত ফ্রাঙ্কফুর্ট এই প্রদেশেরই একটি শহর।

মুখ্যমন্ত্রী ভলকার বুফের বলেছেন মি শাফের সম্প্রতি করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সাহায্যের প্যাকেজ নিয়ে ‘দিন-রাত’ কাজ করছিলেন।

প্রয়াত মি. শাফের চ্যান্সেলর মের্কেলের দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট (সিডিইউ) পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক ছিলেন।

সিঙ্গাপুরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আজ একজনের মৃত্যু

আজ ৭০ বছর বয়স্ক একজন সিঙ্গাপুরিয়ান করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ২৭ দিন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন৷ এই নিয়ে সিঙ্গাপুরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৩ জনের মৃত্যু হলো।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২১ শে মার্চ শনিবার ৭৫ বয়স বয়স্ক একজন সিঙ্গাপুরীয়ান ও ৬৪ বছর বয়স্ক একজন ইন্দোনেশিয়ান মারা গিয়েছিলেন।

এদিকে, সিঙ্গাপুরে করোনা ভাইরাসের কমিউনিটি ব্রেকডাউন এর সম্ভাবনা কমানোর জন্য সরকার প্রায় প্রতিদিন নতুন কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে।এর মধ্যে কয়েকটি তুলে ধরছি।

১।প্রথম দিকে নেয়া পদক্ষেপগুলোর মাঝে অন্যতম ছিল মাস ফেভার স্ক্রিনিং। সেসময় অনেক গুরুত্বপূর্ন স্থাপনার প্রবেশপথে মাস টেম্পারেচার স্ক্রিনিং মেশিন স্থাপন করা হয় যেটার মাধ্যমে

১১।এর পরের ধাপে শুরু হয় সোশাল ডিস্টেন্সিং । প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে, খাবার দোকানে বাধ্যতামূলক এক মিটার দূরত্ব মেনে চলা।

১২। মাস গেদারং এর স্থানগুলো যেমন সিনেমা এবং অন্যান্য বিনোদন সেবার স্থান বন্ধ ঘোষনা করা।

১৩। স্কুল এবং অফিস ব্যতীত অন্য যে কোন স্থানে ১০ জনের বেশী জমায়েত নিষিদ্ধ করা।

১৪। গতকাল থেকে শুরু হল সুপারশপ এবং অন্য সবধরনের দোকানে একসাথে নির্দিষ্ট সংখ্যক এর বেশী ক্রেতা প্রবেশ করতে না দেয়া। আগামী সপ্তাহ থেকে স্কুল, কলেজ এবং অন্যন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে একদিন স্টাডি ফ্রম হোম শুরু হবে।

১৫।আজ থেকে অপ্রয়োজনে শপিংমলে যেতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অনলাইন শপিংয়ের মাধ্যমে কেনাকাটা উৎসাহিত করা হচ্ছে ।

এর পাশাপাশি জনসাধারনকে সচেতন করার জন্য প্রচুর উদ্দ্যোগ নেয়া হয়। সেই সাথে নির্দেশনা না মেনে চললে বড় অংকের জরিমানা এবং জেল এ পাঠানোর আইন জারি করা হয়।

করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম শিশুর মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দেশটির ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে এ প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।

এক সংবাদ সম্মেলনে রাজ্যটির গভর্নর জে বি প্রিৎজকার জানান, কোভিড-১৯ রোগে গত ২৪ ঘণ্টায় যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে। খবর এনডিটিভির।

ইলিনয়ের জনস্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, শিকাগোতে মৃত শিশুটির বয়স

এক বছরের কম। মৃত্যুর আগেই তার শরীরে কোভিড-১৯ ধরা পড়েছিল।

এক বিবৃতিতে জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক এনগোজি এজিক বলেছেন, এর আগে কখনো কোভিড-১৯ এ কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। মৃত্যুর কারণ বের করতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যেই করোনাভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত জনবহুল রাজ্য নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সি।

গত ২৪ ঘণ্টায় নিউইয়র্কে করোনায় আক্রান্ত ১৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সিএনএন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ‘করোনাভাইরাসের ভয়াবহতা ঠেকাতে শিগগিরই নিউইয়র্ককে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে (লকডাউন) নেয়া হবে।’

দেশটিতে করোনা রোগীর সংখ্যা চীনকে ছাপিয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় সময় শনিবার এমন সিদ্ধান্তের কথা জানান ট্রাম্প।

সুত্র-যুগান্তর

সিলেটের রাস্তায় পড়ে থাকা বিদেশি সুস্থ হয়ে উঠছেন; নেই করোনা উপসর্গ

সিলেটের রাস্তায় পড়ে থাকা বিদেশি সুস্থ হয়ে উঠছেন; নেই করোনা উপসর্গ
সিলেট নগরীতে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা সেই বিদেশি নাগরিক প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

তার দেহে করোনাভাইরাসের কোনো উপসর্গ নেই বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। ৪৫ বছর বয়সী মার্কু নামে ফিনল্যান্ডের এই ব্যক্তি শনিবার বিকালে নগরীর মীরবক্সটুলা এলাকায় রাস্তায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন।

তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন ভেবে কেউ তাকে সাহায্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন না। আশপাশের সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছিলেন।

খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার শরীরে করোনাভাইরাসের কোনো লক্ষণ নেই বলে সেখান থেকে তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ওসমানী হাসপাতালের উপপরিচালক হিমাংশু লাল যুগান্তরকে বলেন, ফিনল্যান্ডের ওই নাগরিকের শরীরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কোনো উপসর্গ নেই।

মার্কু মাদকাসক্ত। এ কারণে তার কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে। তার চিকিৎসা চলছে। তিনি এর আগেও একবার হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

বিদেশি হওয়ায় পুলিশ প্রথমে ধারণা করছিল মার্কু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন। তাই তাকে প্রথমে শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে নেয়া হয় বলে হিমাংশু জানান।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) জেদান আল মুসা বলেন, মার্কু সিলেট নগরীর হাওয়াপাড়া এলাকায় হোটেল নাজালের ৩০ নম্বর রুম ভাড়া নিয়ে থাকেন।

তিনি সেখানে গত দেড় মাস ধরে থাকছেন। তার সম্পর্কে প্রয়োজন হলে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে বলে তিনি জানান।